কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ সংখ্যা

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৪ ❑ জুলাই-আগস্ট ❑ ২০২১ খ্রি. ❑ ১৭ আষাঢ়-১৬ ভাদ্র ❑ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

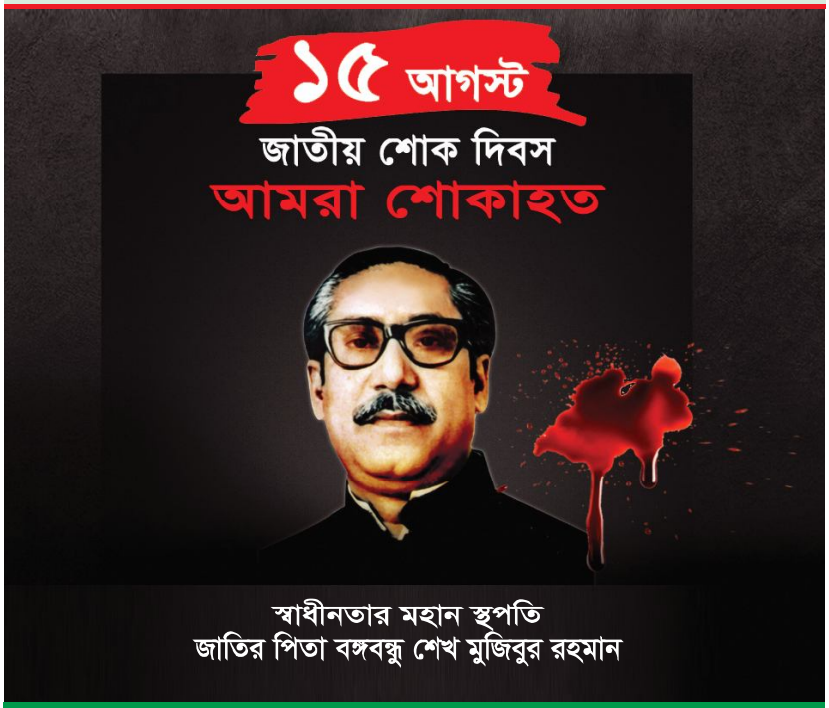

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

ত্রি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
ড. অমিতাভ সরকার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ড. এ কে এম মুনিরুল হক
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ জিয়াউল হক
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী। এ দিন কিছু বিপথগামী, উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক সেনা সদস্যের নির্মম বুলেটে সপরিবারে নিহত হন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি। জাতীয় শোক দিবসে আমরা সকলে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সেদিনের সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তাঁরই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্বে দেন। এ দেশ ও জনগণ যত দিন থাকবে জাতির পিতার নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। জাতির পিতা সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তাহলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো। জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করি এবং দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করি।

ভেতরের পাতায়

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত.....০৩

ধর্মান্ধদেরকে আর কোন দিন দেশের মাটিতে রাজনীতি করতে দেয়া হবে না: কৃষিমন্ত্রী.....০৪

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত.....০৫

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি সিবিএ এর আয়োজনে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত.....০৬

বিএডিসিতে 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এর মোড়ক উন্মোচন.....০৭

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত.....০৮

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় কৃষি উন্নয়ন ও বিএডিসি.....০৯

মহামানব দর্শন.....১১

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, কৃষি ও বিএডিসি.....১২

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ.....১৫

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি.....১৮

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫২২৫৬,০২-৪৭১২১৪৯৩, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত

গত ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে ১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করেন বিএডিসিডি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনপূর্বক অর্ধনমিত করা হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর কৃষি ভবনে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার। পরে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারে সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এসময় বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক ও সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানসহ সংস্থার সচিব, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভোর সোয়া ছয়টার দিকে

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার কৃষি ভবনের গ্রন্থাগারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের আবক্ষ ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের দুর্লভ মুহূর্তের বিরল ছবি নিয়ে এ্যালবাম 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এর মোড়ক উন্মোচন করেন। সংস্থার বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন ও সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান কৃষি ভবনের ছাদে গিয়ে বৃহদাকার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর অর্ধনমিত করেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতপূর্বক স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার পরিজনের রূহের মাগফেরাত কামনা করে ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ বাদ যোহর বিএডিসি'র স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদসহ বিএডিসি'র আওতায় মাঠ পর্যায়ের সকল মসজিদসমূহে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি সমাচারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১৫ আগস্ট স্ব স্ব কর্মস্থলে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত শোক দিবসের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। বিএডিসি'র আওতাধীন অফিসসমূহে শোক দিবসের পোস্টার ও ব্যানার স্থাপন করা হয় এবং কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

ধর্মান্ধদেরকে আর কোন দিন দেশের মাটিতে রাজনীতি করতে দেয়া হবে না: কৃষিমন্ত্রী

এদেশের মাটিতে ধর্মান্ধদেরকে আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে এবং রাজনীতি করতে ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে দেয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, ধর্মান্ধদের শেকড় এ দেশে, পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে বা যেখানেই, যত গভীরেই হোক না কেন- তাদের শেকড় সমূলে উপড়ে ফেলা হবে। যে কোন মূল্যে তাদেরকে মোকাবেলা করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বিএআরসি মিলনায়তনে দোয়া মাহফিল ও আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে 'দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায়' প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। কৃষি মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক ও সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানসহ সংস্থার সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৫ আগস্টে শহিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বিএআরসিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে সারা পৃথিবীর মানবজাতির মুক্তির মহান নেতা হতেন। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে মানবতা ও মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করতে পারতেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। আজকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে এ দেশের কৃষি। বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সে ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই কৃষিতে এই বিস্ময়কর সাফল্য এসেছে। এ সাফল্যকে আরও বেগবান করতে কৃষিবিদ, বিজ্ঞানীসহ সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ আব্দুর রৌফ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাসানুজ্জামান কল্লোল। অন্যান্যের মধ্যে মাননীয় সাংসদ হোসনে আরা ও সংস্থা প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন। এসময় সশরীরে ও সারা দেশ থেকে ভার্চুয়ালি সাত শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে এক ভার্চুয়াল আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখ দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় জুম ক্লাউড প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত এ ভার্চুয়াল আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

বিএডিসি'র নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল এই আলোচনাসভার সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান। এ ছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক ও সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের স্মরণে সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বলেন, ১৫ আগস্ট শুধু বাঙালি জাতির জন্য নয়, সারা পৃথিবীর জন্য একটি কালো দিন। ১৯৭৫ সালে তিনি যখন সপরিবারে শহিদ হন ঐ সময় খাদ্য উৎপাদন ছিলো সবচেয়ে বেশি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুধু জাতির পিতাকেই হত্যা করেনি, দেশে থাকা তাঁর পরিবারের সকলকে (সর্বমোট ১৮ জনকে) এই পরাজিত শক্তি নির্মমভাবে হত্যা করে। শুধুমাত্র দেশের বাইরে থাকায় তাঁর দুই কন্যা বেঁচে থাকেন।

তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালে যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি তখন আমাদের খাদ্য উৎপাদন ছিলো সব কিছু মিলিয়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন। বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং মোট বাজেটের ৩০ ভাগের অধিক কৃষিতে বরাদ্দ প্রদান করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কৃষি খাতে এ বরাদ্দের হারই সর্বোচ্চ। বঙ্গবন্ধু কৃষিক্ষেত্রের অত্যাবশকীয় উপকরণ-সার, বীজ ও কীটনাশক এবং সেচ এর উন্নতিতে মনোযোগী হন। ৭৫ এর পরে আবার কৃষিতে পিছিয়ে গেলো বাংলাদেশ। যে সার কীটনাশক বঙ্গবন্ধু সহজলভ্য করেছিলেন সেই সার চাওয়ার জন্য কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হলো। জাতির পিতা কৃষির প্রতি এতোই আন্তরিক ছিলেন তিনি আকস্মিকভাবে ১৯৭২ সালের ৩১ মে বিএডিসি ভবনে এসে এখানে যারা কর্মরত ছিলেন তাদেরকে উৎসাহিত করেন। আমি আশা করবো, বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাবেন। জাতীয় শোক দিবসে সেটিই হবে জাতির পিতার প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ) জনাব মনিরা রহমানের সঞ্চালনায় শোক দিবসের আলোচনাসভায় আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডল, বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব সঞ্জয় রায়, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব পলাশ হোসেন, বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মেরিনা সারমীন এবং বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কমান্ডের সভাপতি ডা. আফরোজা খানম, বিএডিসি অফিসার্স ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জনাব সোহেল রানা, বিএডিসি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মর্তুজা সিদ্দিকী, বিএডিসি ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সমিতির আহ্বায়ক জনাব আনোয়ারুল কাদের প্রমুখ।

শোক দিবসের আলোচনা শেষে ১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার পরিজনের রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি সিবিএ এর আয়োজনে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। গত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ কৃষি ভবনের মসজিদে বাদ যোহর এ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এ দোয়া ও মোনাজাত আয়োজন করে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর আয়োজনে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

দোয়া-মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) জনাব মোঃ কামরুল হাসান, সিবিএ সভাপতি জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম সোহেল, সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমসহ সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ। মোনাজাতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীরমুক্তিযোদ্ধা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর জন্য দোয়া করা হয়। এ ছাড়া দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং বিএডিসি'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া করা হয়।

রংপুর অঞ্চলে বিএডিসি'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন কৃষি সচিবের

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কৃষিবিদ মোঃ মেসবাহুল ইসলাম গত ২৮ জুলাই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)'র রংপুর অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বিএডিসি'র সার গুদাম ও প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র এবং সবজি বীজ খামারের কার্যক্রম, পলি নেট হাউজে উচ্চমূল্যের ফসলের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শন শেষে সিনিয়র সচিব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভিডিও ডকুমেন্টারি এবং বীজ ও সার বিভাগের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। এ সময় জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম নতুন নতুন জাতের বীজের সম্প্রসারণ ও সেচ কার্যক্রম বৃদ্ধির পরামর্শ প্রদান করেন এবং চর এলাকায় সমন্বিত বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. আমজাদ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (রংপুর অঞ্চল) এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব বিধু ভূষণ রায়, রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকার, বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের যুগ্ম পরিচালক (রংপুর) জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলামসহ বিএডিসি'র সকল বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ছাড়াও আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসিতে 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এর মোড়ক উন্মোচন

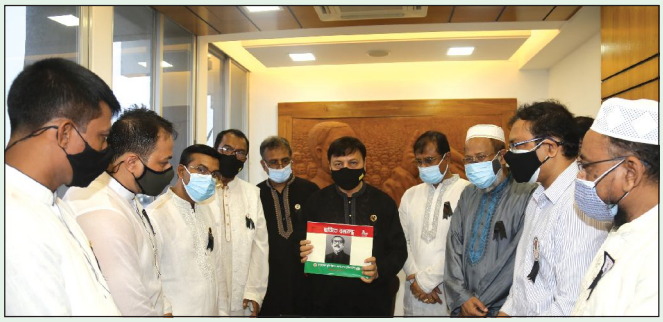

বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা সময়ের দুর্লভ কিছু ছবি নিয়ে নির্মিত এ্যালবাম 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এর মোড়ক উন্মোচন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

গত ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জীবনের দুর্লভ ছবি নিয়ে নির্মিত একটি এ্যালবামের মোড়ক উন্মোচন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) ড. এ কে এম মুনিরুল হক, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক ও সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং সংস্থার সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান । এছাড়া বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব রিপন কুমার মন্ডলসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এর মোড়ক উন্মোচন শেষে এ্যালবামটির ছবি দেখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

মোড়ক উন্মোচন করে 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' ছবির এ্যালবাম সম্পর্কে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুর্লভ মুহূর্তের ছবি এ এ্যালবামে স্থান পেয়েছে। এ থেকে সময়ের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর জীবন সম্পর্কে জানা যাবে। 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এ্যালবাম প্রস্তুত করায় চেয়ারম্যান সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জনসংযোগ বিভাগকে ধন্যবাদ জানান।

'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' এ্যালবামটি বিএডিসি'র গ্রন্থাগারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে সংরক্ষিত থাকবে যাতে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বঙ্গবন্ধুকে জানতে পারেন ও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান 'ছবিতে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক এ্যালবামের মোড়ক উন্মোচনপূর্বক বিএডিসি'র গ্রন্থাগার ঘুরে দেখেন।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর জীবনের দুর্লভ মুহূর্তের ৪৫টি ছবি নিয়ে এ্যালবামটি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি ছবির নিচে সেই মুহূর্তের প্রাঞ্জল বর্ণনাসহ তারিখ ও সাল উল্লেখ করার কারণে পাঠক খুব সহজেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

'মুজিববর্ষে বিএডিসি কৃষির সেবায় দিবানিশি'

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ

গত ২৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর কৃষিভবনস্থ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাংগঠনিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম সুলতান আহমেদ।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ওসমান গণি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ বি এম সুলতান আহমেদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড কেবল একজন ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করা নয়, পুরো বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকেই হত্যা করা। দেশি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই পরাজিত শক্তিকে আবারো পরাজিত করার লড়াইকে ফিরিয়ে আনেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। আমাদের তাঁর পাশে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে শত্রুরা ঘিরে ছিলো নেত্রীকে সেভাবে রাখা যাবেনা। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ওসমান গণি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তারা যেন ষড়যন্ত্র না করতে পারে সে জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সদাজাগ্রত থাকতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে এ আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ ১৯৭১ ও ১৯৭৫ সালের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট এর সহকমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে স্মৃতিচারণপূর্বক আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সাবেক মহাব্যবস্থাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা আতাউর রহমান, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা আকতার হোসেন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম মিয়া, সাবেক উপহিসাব নিয়ন্ত্রক ও ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী হায়দার, বিএডিসি প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেন মৃধা ও বিএডিসি সিবিএ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব এনায়েত উল্লাহ ঢালী।

দেশে কৃষি বিপ্লব সাধনের জন্য কৃষকদের প্রতি কাজ করে যেতে হবে।
বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না
-বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় কৃষি উন্নয়ন ও বিএডিসি

ড. অমিতাভ সরকার, চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বাঙালি জাতির জন্য বেদনায় ভারাক্রান্ত এক অধ্যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। অভিশপ্ত আর কলঙ্কময় একটি দিন। এই দিন বাংলার মাটিতে ঘটেছিল পৃথিবীর ইতিহাসের ঘৃণ্য ও নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। এদিন আমরা হারিয়েছি ইতিহাসের কালজয়ী পুরুষ, স্বাধীন বাংলার মহান স্থপতি, বাঙালির প্রাণপুরুষ, ইতিহাসের স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতির পিতা 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'-কে।

এদেশের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র, হতাশার ভারে ন্যুব্জ দেশবাসীকে তিনি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক শক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, দেশের আপামর মানুষকে শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে আলোকিত পৃথিবীর দিশা দিয়েছিলেন। বাংলার প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন এ দেশের শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য।

জাতির পিতা সবসময় কৃষির প্রতি মমত্ববোধ ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য; উপলব্ধি করতেন যে কৃষি একটি জ্ঞাননির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়; খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। বঙ্গবন্ধু জানতেন, যে দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী সে দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষকের উন্নয়ন করতে হবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটিকে তাঁর অপূর্ব যাদুকরী শক্তি দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক পতাকা তলে নিয়ে এসে সোনার বাংলা গড়ার নতুন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং এদেশের কৃষির উন্নয়নে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকার।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের মূল চালিকাশক্তিই ছিল এদেশের কৃষি ও কৃষক। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো তৈরি থেকে পরিকল্পনা প্রণয়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু এদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে কৃষিতে সমৃদ্ধি আনতে চেয়েছিলেন তিনি। কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নত জাতের ফসলের চাষ বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথ প্রশস্ত করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় এ দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নদী খনন, বাঁধ নির্মাণ ও সেচ সুবিধা উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনামলে জমি চাষাবাদের জন্য বিদেশ হতে উন্নতমানের ট্রাক্টর আমদানি করা হয়েছিল এবং খণ্ড বিখণ্ড জমি একীভূত করে সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি জনগণকে বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালন, মাছচাষসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কৃষকদের মাঝে কৃষিখাতে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশনায় ১৯৭৪ সাল থেকে কৃষি উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পুরস্কার প্রদান চালু করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কৃষককে পুনর্বাসিত করেছিলেন। কৃষিতে আধুনিকতার সূচনা পদক্ষেপ হিসেবে পূর্ব জার্মানী থেকে ৩৮,০০০ টি সেচযন্ত্র আমদানি করা হয়। ৪০,০০০টি শক্তিচালিত লো-লিফ্ট পাম্প, ২,৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩,০০০টি অগভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ফিলিপাইন থেকে আইআর-৮ জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের ১৬,১২৫ টন উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ আমদানি করা হয়। অন্যান্য দেশ থেকে ১,০৩৭ টন উফশী গম বীজ আমদানি করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কৃষকরা যাতে সহজভাবে কৃষি ঋণ পেতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন।

শত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে দেশ যখন সোনার বাংলা নির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছিল ঠিক সে সময়ে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনাবাহিনীর সদস্যের হাতে সপরিবারে শাহাদত বরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস এবং বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করার অশুভ পদক্ষেপ নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহিদ হওয়ার পর দেশে অগণতান্ত্রিক সামরিক শাসন জারি করা হয়। ভাত ও ভোটের অধিকারসহ মানুষের সকল মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয় ক্ষমতালোভীরা। শুরু হয় খুন, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। আত্মস্বীকৃত খুনীদের সুরক্ষা দিতে মানবতা ও আইনের শাসনের পরিপন্থী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের বিচার কার্য বন্ধ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই শুরু হয় নতুন উদ্যমে পথ চলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় এসে তিনি তা পূরণ করেছেন। খুনীদের একাংশের সর্বোচ্চ

শক্তি কার্যকর হয়েছে। পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০০০ সালের মধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় বাংলাদেশ, বাড়তে থাকে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। বাঙালি জাতি ফিরে পায় তার হৃতগৌরব। পরবর্তীতে ২০০১ এর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কৃষির উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে বিজয়ী হয়ে বর্তমান সরকার জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সকল প্রকার সারের দাম প্রথম দফায় প্রায় ৫০ ভাগ হ্রাস করা হয়। কৃষি উপকরণ সহজলভ্য, বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি গবেষণা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ, শস্য বহুমুখীকরণসহ নানাবিধ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিপুল ভর্তুকি, জলাবদ্ধ হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থা চালু, আইলা পুনর্বাসন, আউশ ধান চাষে প্রণোদনা প্যাকেজ, কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় নেওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি এবং পরিবেশ অভিযোজন কার্যক্রম, পাট ও পাটের রোগের জেনোম সিকোয়েন্স, ট্রান্সজেনিক আলু, বেগুন, ধান ও তুলার জাত উদ্ভাবন করা হয়। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা এবং ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষক পরিবারকে দেয়া হয়েছে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড। ফলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বেড়েছে কয়েক গুণ। পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে এগিয়েছে বাংলাদেশ। মেধাসম্পন্ন জাতি হিসেবে গড়ে উঠছে নতুন প্রজন্ম।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় সুখী সমৃদ্ধ ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ দেখতেন এবং তিনি সবসময় বিএডিসিকে নিয়ে ভাবতেন। কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি কৃষির উন্নতির মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একারণে তিনি কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কারাগার হতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ৩১ মে ১৯৭২ সালে বিএডিসিতে এসে তিনি খাদ্য নিরাপত্তায় করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বিএডিসি'কে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নে কৃষি উন্নয়নে সংস্থাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিগত ১৯৯৯ সালের ১০ অক্টোবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএডিসি'র পুনর্গঠন করেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর বিএডিসি'র মাধ্যমে সার আমদানি ও বিতরণ, উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং রাবার ড্যাম, হাইড্রোলিক এ্যাক্সিভেটর ড্যামসহ বিভিন্ন সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। এ দীর্ঘ সময়ে বিএডিসি উন্নত বীজ, সেচ ও সার ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। যার কারণে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিএডিসি ২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭ (স্বর্ণপদক) লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শ ও স্বপ্ন বেঁচে আছে। আর আছে সোনার বাংলাদেশ এবং তাঁর সাহসী কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে আমাদেরই বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার মহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিএডিসি'র আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

(১১ পৃষ্ঠার পর)

মহামানব দর্শন

চতুর্থ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গন করে তৎকালীন কিউবার প্রেসিডেন্ট ও বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর উক্তি সবার আগে মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, তাঁর সিদ্ধান্ত, অবিচলতা নিয়ে বলতে গিয়ে কাস্ত্রো বলেন,

আলজেরিয়ায় ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে বৈঠক করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

'I have not seen the Himalayas.
But I have seen Sheikh Mujib.
In personality and in courage, this man is the Himalayas.
I have thus had the experience of witnessing the Himalayas.'

(বাংলা তর্জমায় অর্থ দাঁড়ায়-আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় তিনি হিমালয়ের মতো। এভাবে আমি হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম)। ফিদেল কাস্ত্রোর এ উক্তির মাধ্যমে মুজিবকে ঘিরে তাঁর অভিব্যক্তিগুলো ফুটে ওঠে। বঙ্গবন্ধু এবং ফিদেল কাস্ত্রো স্বপ্ন দেখেছিলেন শান্তিময় বিশ্বের। তাই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার খবর শুনে কাস্ত্রো বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের মৃত্যুতে বিশ্বের শোষিত মানুষ হারাল তাদের একজন মহান নেতাকে, আমি হারালাম একজন অকৃত্রিম বিশাল হৃদয়ের বন্ধুকে'(একুশে টেলিভিশন-৩১/০৮/২১)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায় বরেণ্য গীতিকবি হাসান মতিউর রহমানের
'যদি রাত পোহালে শোনা যেত, বঙ্গবন্ধু মরে নাই'
গানটি এবং সুর মিলিয়ে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু বাঙালির অন্তরের অন্তঃস্থলে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

মহামানব দর্শন

মোঃ জিয়াউল হক, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ), বিএডিসি

আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমার চোখে দেখা এক মহামানবের কথা। তিনি হলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ (নয়) মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে দেশীয় আল-বদর, আল-শামস ও পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপক জ্বালাও-পোড়াও, ধ্বংসযজ্ঞ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এক দিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ, ভৌত অবকাঠামো, রাস্তাঘাট-ব্রিজ-যানবাহন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন প্রায় সবকিছু বিনষ্ট-বিধ্বস্ত। প্রশাসন ছিল অসংঘটিত। অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রার শূন্য ভান্ডার ও ভারসাম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন কোটি শরণার্থীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন চ্যালেঞ্জ, বন্যা, খাদ্যাভাব। অন্যদিকে বিশ্বমন্দা ও নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে সামাজিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে চলছিল ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। সে সাথে টেকনাফ হতে তেতুলিয়া চষে বেড়ান, জনগণের দুঃখ দুদর্শা স্বচক্ষে দেখেন এবং কথা বলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যার হাত দিয়ে গড়ে উঠেছে, যার কণ্ঠদীপ্ত আহবানে অস্ত্রহীন মানুষও যুদ্ধে নেমেছে, সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের প্রায় পুরোটাই কেটেছে সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক জীবনে যেমন তিনি অর্জন করেছেন শীর্ষ সাফল্য, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেশের মানুষের মনে একজনই ঠাঁই করে নিয়েছেন, তিনি বঙ্গবন্ধু। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর দল অংশগ্রহণ এবং জয়লাভের নিমিত্ত গণসংযোগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি ঘোষণা করেন। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৭৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জামালপুরের নির্বাচনী গণসংযোগ সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পালনের নিমিত্ত জামালপুরস্থ সমাবেশ উদ্যাপন কমিটি সভার স্থান হিসেবে জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্বাচন করে। কারণ আয়তনের দিক থেকে জামালপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ জামালপুর স্টেডিয়ামের চেয়ে কয়েকগুণ বড়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর প্রথম জামালপুরের নির্বাচনী গণসংযোগ উপলক্ষ্যে চারিদিকে চলছিল আওয়ামী লীগ ও তাঁর সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সাজসাজ রব, মহাসমারোহ ও বিপুল আয়োজন। তৎকালে আমাদের এলাকা হতে জামালপুরে যাতায়াত ও পরিবহণের একমাত্র বাহন ছিল দ্বি-চক্রযান-যেমন: মহিষের গাড়ী, বাই-সাইকেল অথবা মনুষ্য পা। বঙ্গবন্ধুকে সশরীরে স্বচক্ষে দেখার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রলীগমনা বন্ধুরা ভোরে সুদূর ১৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে সমাবেশ স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি এবং আনুমানিক বেলা ১২.০০ ঘটিকায় সমাবেশ স্থলে পৌঁছি। তখন সমাবেশ স্থল লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উপস্থিতে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেছে। সমাবেশ স্থলে জনগণের স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকে জামালপুর জেলা স্কুলের চৌ-চালা ছাত্রাবাস এবং আনসার অফিসের টিনের ঘরের চালায় অবস্থান নেয়। আমাদের জায়গা হয় আনসার অফিসের নিকটবর্তী স্টেডিয়ামের মেইন গেইট সংলগ্ন রাস্তায়। তখন চারিদিকে চলছিল মুহুর্মুহুর শ্লোগান এবং মুখরিত সমাবেশ স্থল। ১৯৭৩ সালের ১২-১৩ ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী সফরের টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় গণসংযোগের দুই দিনব্যাপী সময় নির্ধারণ করেন। উক্ত গণসংযোগে ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথমে টাঙ্গাইল জেলায় গণসংযোগ সম্পন্ন করে হেলিকপ্টার যোগে দুপুর ০১.১৫ ঘটিকায় জামালপুর স্টেডিয়ামে অবতরণ করেন এবং সফরসঙ্গী হিসেবে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম সঙ্গে ছিলেন। স্টেডিয়ামটি সমাবেশ স্থলের নিটকবর্তী হওয়ায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে সমাবেশ মঞ্চে আসেন। স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করলে চারিদিকে শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর জয় বাংলা শ্লোগানের সাথে সাথে সমাবেশে উপস্থিত জনসাধারণ উচ্ছ্বসিত হয়ে অতি জোরে শ্লোগান দিলে চৌচালা ছাত্রাবাসের টিনের ঘরটি জনসাধারণসহ নিচের দিকে ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায় এবং এর কয়েক মিনিট পর আনসার অফিসের টিনের ঘরটিও জনসাধারণের ভরে ভেঙ্গে যায়। ফলে সমাবেশ স্থলে আতঙ্ক ও ব্যাপক ধুলি ঘূর্ণিঝড়ের কুণ্ডলির সৃষ্টি হয়। যা স্বচক্ষে না দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। এতে কয়েকজন আহত হয়। আহতদের সুচিকিৎসার জন্য স্থানীয় জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বঙ্গবন্ধু সমাবেশে বক্তৃতা শেষ করে সরাসরি চলে যান সদর হাসপাতালে। তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সুচিকিৎসার পরামর্শ ও কিছু নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত গণসমাবেশ শেষ করে বঙ্গবন্ধু হেলিকপ্টারযোগে ময়মনসিংহে চলে যান (বাংলা ট্রিবিউন)। আমার সুযোগ হয়েছিল সামনা সামনি বঙ্গবন্ধুকে দেখার এবং বক্তৃতা শোনার। তার আগে বঙ্গবন্ধুকে সশরীরে দেখার সুযোগ হয়নি। ষাটের দশকের পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতাপরবর্তী দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ শুধুমাত্র রেডিওর মাধ্যমে শুনি। আমার জানা মতে, সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সালে জামালপুরে আসেন।

১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার শক্তি কোথায়'? বঙ্গবন্ধু সে উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি'। তাই যে মানুষটি এ কথা বলতে পারেন, তিনি যুগে যুগে জন্মান না। আর জন্মান না বলেই ১৯৭১ সালে স্বনামধন্য বিদেশি সংবাদ মাধ্যম নিউজউইক (Newsweek) শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি উপাধি দেয়। আর বিবিসি জরিপে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি, মানুষেরই ভোটে (বাংলা ট্রিবিউন)।

মহামানব বঙ্গবন্ধুকে বর্ণনা করতে গেলে ১৯৭৩ সালের ৫-৯ সেপ্টেম্বরে আলজেরিয়া অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের

(বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়)

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ, কৃষি ও বিএডিসি

কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ যে মহামানবের জন্ম হয়েছিল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এবং যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডটি জন্ম হয়েছিল তার স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অসীমসাহসী এবং মানবদরদী। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্বনেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা; ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে উন্নত জীবন নিশ্চিত করা। তিনি ভূমির সুষম বণ্টনের জন্য ভূমিস্বত্ব আইন জারি করেন। তিনি কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের মাঝে খাস জমি বিতরণ, ভর্তুকি মূল্যে সার ও কীটনাশক, উন্নত বীজ, সেচ এবং সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করেন। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন এবং সার্বিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর হবে, খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করা যাবেনা এবং আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আমাদের উৎপাদন করতে হবে। নিজেদেরই নিজেদের বীজ উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনে শুরুতে বিদেশ থেকে মানসম্মত বীজ আমদানি করে দেশের বীজের প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে হবে। পরে আমাদেরকে মানসম্মত উন্নত বীজ উদ্ভাবন-উৎপাদন করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সে জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমাদের আর্থ-সামাজিক কারণে দেশে দিন দিন জমির বিভাজন বেড়ে চলছে। যদি সমন্বিত কৃষি খামার গড়ে তোলা না যায় তাহলে আমাদের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হবে, আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবো না। তিনি আরো বলেছিলেন, বাংলাদেশের যে আয় সেটুকু এখন আর শহরমুখো না হয়ে গ্রামমুখো হবে যাতে কৃষকদের উন্নতি বেশি হয়। বিপ্লব করতে চাই, সকলকে একটু গ্রামমুখী হওয়া প্রয়োজন। কৃষকদের বাঁচাতে হবে, উৎপাদন করতে হবে, তা না হলে বাংলাকে বাঁচাতে পারবোনা। ক্ষেত-খামারে উৎপাদন বাড়াতে হবে, তা না হলে দেশ বাঁচতে পারে না। আমাদের দেশের জমি এত উর্বর যে বীজ ফেললেই গাছ হয়। গাছ হলে ফল হয়, সে দেশের মানুষ কেন ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পাবে। কৃষক ভাইদের প্রতি আমার অনুরোধ, কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে সবুজ বিপ্লব সফল করে তুলুন, বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করে তুলুন।

বঙ্গবন্ধু আরো বলেছেন, "আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইদের কাছে যারা সত্যিকারে কাজ করে, যারা প্যান্ট পরা, কাপড় পরা ভদ্রলোক, তাদের কাছেও চাই- জমিতে যেতে হবে। ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন আজ থেকে ঐ শহিদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না। কারো কাছে ভিক্ষুকের মতো হাত পাততে হবে না। আমাদের কৃষকেরাও আজকে কাজ করছে। ফুড প্রোডাকশন এগিয়ে গেছে। গরীব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনি প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।"

কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন এবং গণ মানুষের ক্ষুধা নিবারণ ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন-সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন। বাংলার প্রতিটি মানুষের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের জন্য সার্বক্ষণিক ভাবনা ছিল তাঁর। রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে আজীবন সংগ্রাম করেছেন এ দেশের শোষিত, বঞ্চিত অবহেলিত কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য। তাই তিনি সবসময় কৃষির প্রতি মমত্ববোধ ও অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষি শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। উপলব্ধি করতেন কৃষি একটি জ্ঞাননির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষি ব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ। তিনি জানতেন, যে দেশের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ কৃষিজীবী সে দেশের উন্নয়ন করতে হলে কৃষকের উন্নয়ন করতে হবে।

দেশের চাষাভুষা, কৃষাণ-কৃষাণি, গরিব, দরিদ্র ও বিত্তহীন মানুষের কল্যাণই তাঁর জীবনের ব্রত। ইতিহাসের প্রবাদপুরুষ, স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা মনে করতেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। তাই বঙ্গবন্ধু শিল্পায়নের জন্য কুটির শিল্প ও পল্লী বিদ্যুতায়নে জোর দিয়েছিলেন। তিনি রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে আলাদা করেননি। তিনি কৃষিখাতকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন গরীব দুঃখী মানুষ। তিনি গরীব দুঃখী কৃষককে বন্ধু মনে করতেন। তিনি বলতেন,'আমি গরীব দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমার দরজা সবার জন্য খোলা। সব রকমের লোক আমার কাছে আসবে।' যারা বড়লোক কিংবা মধ্যবিত্ত তাদেরকে তিনি দূরে রেখে শ্রমজীবী, গরীব-দুঃখী ও নিরক্ষর মানুষ যেন তাঁর কাছে আসে সে ব্যবস্থা তিনি করতেন।

বঙ্গবন্ধু আমাদের উপহার দিয়েছিলেন স্বাধীন দেশ ও অর্থনৈতিক মুক্তি। ছয় দফার অন্তর্নিহিত অর্থ যদি কেউ অনুধাবন করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন এর মধ্যেই নিহিত ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে সম্ভাব্য সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এ ধ্বংস্তূপ থেকে নতুনবাংলাদেশ গড়ে তোলার সুকঠিন ব্রত নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন, যে কোন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে কালোবাজারি বড় সংকট হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্য প্রথমেই গঠন করেছিলেন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। এর মাধ্যমে চাল থেকে

কেরোসিন পর্যন্ত আমদানি করা হতো। কালো বাজারির সুযোগ যেন না থাকে। উপরন্ত তিনি গঠন করেছিলেন 'কসকো' বা কনজুমার সারপ্লাস কর্পোরেশন। টিসিবি আমদানি করতো আর কসকো সারা বাংলাদেশে ঘরে ঘরে ন্যায্য দামে তা বিক্রির ব্যবস্থা করতো। কেবল সাধারণ রেশনিং নয়, মডিফায়েড রেশনিংও চালু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই বঙ্গবন্ধু এক নম্বর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন 'দারিদ্র্য বিমোচন'। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে তিনি সংবিধানে সমবায়ের কথা সন্নিবেশ করেছিলেন। সংবিধানমতে, বাংলাদেশে সম্পত্তি তিন ধরনের- রাষ্ট্রায়ত্ত, ব্যাক্তিমালিকানাধীন ও সমবায়ের আওতাধীন। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নয়নের অন্তরায়। তাই তখনই পরিবার পরিকল্পনায় জোর দিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্র সংবিধানের প্রধান অঙ্গ হওয়ায় কৃষি ছাড়া বাকি প্রায় সবকিছুই সরকারি মালিকানায় এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কৃষিতেও ভর্তুকির মাধ্যমে বেশিরভাগ বিনিয়োগ ছিল সরকারের।

কৃষকসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে মুজিব সাধারণ মানুষ নন। যাঁরা তাঁকে নিজ চোখে দেখেছেন তাঁরা বিশ্বাস করেন, উন্নত বিশ্বে জন্ম নিলে মুজিব হতেন সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের নেতা। কৈশোর পার করতে না করতেই কৃষক-মজুরের সংগ্রামী জীবনই যেন তাঁকে রাজনীতিতে উসকে দিয়েছিল। ছাত্রজীবনেই রাজনীতির বীজ ভালোমতো বপিত হয়েছিল তাঁর মনে, তখনই মেহনতি কৃষক - মজুরের পক্ষে শুরু হলো তাঁর অনন্য সংগ্রাম। আর জেলায় জেলায় গণসংযোগ, বক্তৃতা, মেহনতি মানুষকে জাগ্রত করার কাজে মুজিব হয়ে উঠলেন অপ্রতিদ্বন্দী এক নাম। প্রিয় এক নেতা।

পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লীগ সরকার দাওয়ালদের ধানের নৌকা আটকাতে শুরু করল। ধান সরকারি ভাণ্ডারে জমা না দিলে ধান ও নৌকা বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছিল। শেখ মুজিব দাওয়ালদের পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। জেলায় জেলায় সমাবেশ করে কৃষক-মজুরদের পক্ষে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। যখন গোটা ভূমির মানুষই রুদ্ধ, তখন তাদের মুক্তির সোপান স্বপ্ন রচনা করতে গিয়ে বারবার অন্তরীণ থাকতে হয়েছে প্রিয় নেতাকে। এ স্মৃতিও আজ এক হীরকখণ্ড কারও কারও কাছে। এক প্রবীণ কৃষক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর একটি স্মৃতিকথা শুনিয়েছিলেন- পাকিস্তান আমল। ঋণের দায়ে জর্জরিত এক কৃষকের ঘরের চালাও খুলে নিয়ে যাচ্ছিল সরকারের লোকজন। খবর পেয়ে শেখ মুজিব ছুটে এলেন। শুনলেন কত টাকা ঋণ। নিজের পকেট থেকে সেই ঋণ শোধ করে দিলেন। সরকারের পেটোয়া বাহিনী চলে যাচ্ছিল। তখন পেছন থেকে তিনি ডাক দিলেন। বললেন, 'টাকা তো শোধ হয়েছে, এবার যেসব নিয়ে যাচ্ছেন আর এলোমেলো করেছেন, সেগুলো ভদ্রলোকের মতো ঠিক করে দিয়ে যান।'

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বঙ্গবন্ধু যে ভাষণ দেন তাতে কৃষকের জন্য অনেক প্রতিশ্রুতি ছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধু বলেন,'আমার দল ক্ষমতায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেব। আর ১০ বছর পর বাংলাদেশের কাউকেই জমির খাজনা দিতে হবে না। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও আন্দোলন যেমন ছিল কৃষিজীবী মানুষের জন্য। তিনি স্বপ্নও দেখেছিলেন কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির। সেভাবেই সূচনা করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনের কাজ। বঙ্গবন্ধু গভীরচিত্তে উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রয়োজন কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক উন্নতি। ১৯৭২ সালে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন। সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য ওই খাদ্য পর্যাপ্ত ছিল না। খাদ্য ঘাটতি সংকুলানে বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতার পর দুই বছর খাদ্যে ভর্তুকি প্রদান করেছে।

কৃষিই এ দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত। এ দেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। কৃষির এরূপ দেখেই বেড়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু। খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন কৃষিকে অবলম্বন করা আধপেটা-একপেটা কৃষক আর তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে ভয়াবহ চিত্র দেখেছেন আর ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামে এসব বুভুক্ষু মানুষের অন্নসংস্থানে। দেখেছেন পাকিস্তানি শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ। দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারে বঙ্গবন্ধু কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়েই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি ও তাঁর দল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। আলোচনার দ্বার বন্ধ হয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন। সে ডাকে সাড়া দেয় সর্বস্তরের মানুষ। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুকে আটক করে রাখা হয় পাকিস্তানের কারাগারে। দেশ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করে স্বাধীনতা। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি এ দেশের শাসনভার তুলে নেন নিজ কাঁধে।

জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন, সবুজ বিপ্লব তথা কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রমী চাষিদের সঙ্গে সঙ্গে মেধাবী কৃষিবিদদেরও প্রয়োজন হবে। মেধাবী ছাত্রদের কৃষিশিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য সরকারি চাকরিতে কৃষিবিদদের তিনি প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য কৃষি গবেষণার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে কৃষি গবেষণার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয়ের জন্য কোনো শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল না। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর আইনগত কাঠামো দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে রূপ দেন তিনি। আজকের স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

(বারি) ১৯৭৩ এর অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইনগত কাঠামো পায়। পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত উন্নয়ন বঙ্গবন্ধুর হাত দিয়ে শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেছিলেন, মেধাবীরা কৃষি শিক্ষায় আসলে এবং শিক্ষা শেষে গবেষণা ও সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন সেক্টরে প্রবেশ করে আমূল পাল্টে দিতে পারে পুরাতন কৃষি। তাই ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি চাকরি ক্ষেত্রে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেদিন সে আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আবদুর রাজ্জাক এমপি এবং মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামছুল আলম।

বঙ্গবন্ধু বলতেন,'একটা স্বল্প সম্পদের দেশে অনবরত কৃষি উৎপাদন হ্রাসের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে না। দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। চাষিদের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য প্রদানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,'পাট ব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে।' বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতেন, লাগসই এবং টেকসই কৃষি প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য দক্ষ ও যোগ্য কৃষি সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞ তথা মানব সম্পদ তৈরির কোনো বিকল্প নেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিজ হাতে নারিকেল চারা রোপণ করে দেশে ফলদ বৃক্ষ রোপণের গুরুত্ব মানুষের মাঝে তুলে ধরেছিলেন। তিনি দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমবায়ের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর সমবায় ভাবনা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। জাতির জনক কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, সমবায়সহ সব উন্নয়ন চিন্তার সফল বাস্তবায়নে গ্রহণ করেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' কর্মসূচি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু তাঁর আবেগময় ভাষণে দ্বিতীয় বিপ্লবের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন,'আর কত দিন বন্ধু রাষ্ট্রগুলো আমাদের খাদ্য আর সহায়তা দিয়ে যাবে? আমাদের অবশ্যই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের অবশ্যই নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হবে। আমি কোনো ভিক্ষুক জাতির নেতা হতে দিতে চাই না।'

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের চারটি উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় বিপ্লব হলো উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং জাতীয় ঐক্যের একমাত্র পদক্ষেপ। এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো শোষণমুক্ত এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে কোনো অত্যাচার, দমন-নিপীড়ন, অবিচার বা দুর্নীতি হবে না এবং যার উদ্দেশ্য হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদাকে ধরে রাখা। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ একদিন কৃষি অর্থনীতিনির্ভর দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। কৃষি ও কৃষক নিয়ে যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন তা সফল হবে।

নিজস্ব পাটবীজ উৎপাদন করে পাট চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমি যেন চাষের আওতায় আনা হয় সে আহবান জানিয়ে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী বর্তমান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিকীকরণ, রপ্তানিমুখীকরণ সর্বোপরি কৃষিকে লাভজনক করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি পেশাকে কৃষকের লাভজনক করার জন্য কাজ করতে হবে। কৃষির স্বার্থে, কৃষকের পাশে থেকে কৃষির উন্নয়নে আমরা সবাই কাজ করবো এটাই হোক মুজিব বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।

মুজিব শতবর্ষ

মোঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী, বিএডিসি, ঝালকাঠি

মুজিব মানেই শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মুজিব মহান নেতা
মুজিব মানেই বাংলার গৌরব, মুজিব জাতির পিতা।

মুজিব মানেই কৃষি ভাবনা, কৃষিতে অবদান
মুজিব মানেই কৃষিবিদদের, মর্যাদা প্রদান।

মুজিব মানেই বজ্রকণ্ঠ, মুজিব মানেই সোচ্চার
মুজিব মানেই গণজাগরণ, বাংলার অধিকার।

মুজিব মানেই একাত্তরের উৎসাহ, সেই চরমপত্র
মুজিব মানেই জ্বালাময়ী ভাষণ-বাঙালি একত্র।

মুজিব মানেই অসাম্প্রদায়িক, মুক্তির চেতনা
দেশের জন্য কারাবরণ, সয়েছে হাজারো যাতনা।

মুজিব মানেই শতকণ্ঠ, রাজনীতির মহান কবি
জেলে বসেই আঁকত সদা, বাংলা মুক্তির ছবি।

মুজিব কণ্ঠে সঞ্চারিত হয়েছে, বাংলা প্রাণের গতি
মুজিব মানেই আন্দোলনের পূর্ণতা, সফল পরিণতি।

মুজিব মানেই কারাগারের, সেই তেরটি বছর
গুলি করতে পায়নি সাহস, রেখেছে ঠিকই নজর।

মুজিব মানেই লাখো শহিদের
রক্তে রাঙ্গা হাজারো কবিতা;
মুজিব মানেই মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য
স্বাধীনতার রক্তিম সবিতা।
মুজিব মানেই লাখো বাঙালির, চেতনার উৎকর্ষ
নতুন প্রাণের, নব উচ্ছ্বাসে
মুজিব শতবর্ষ।

বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ

পলাশ হোসেন, উপপরিচালক, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ ও সাধারণ সম্পাদক, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের এই দিনে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর সহধর্মিণী মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের, বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, নবপরিণীতা পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি (ভাগ্নে) ও তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রী বেগম আরজু মনি, বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও মেয়ে বেবী সেরনিয়াবাত এবং পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, দৌহিত্র সুকান্ত, ভাইয়ের ছেলে শহীদ সেরনিয়াবাত, আব্দুল নঈম খান রিন্টু, বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কর্নেল জামিলসহ অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ওই সময় দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

মানুষকে হত্যা করা যায়। কিন্তু তাঁর দর্শন, নীতি ও আদর্শকে হত্যা করা যায় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। কিন্তু তারা হত্যা করতে পারেনি তাঁর দর্শন, নীতি ও আদর্শকে। তাঁর আদর্শই আজ আমাদের পথ চলার পাথেয়।

আসলে বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, নীতি, আদর্শ, কর্ম ও নেতৃত্বের বহুমাত্রিক গুণাবলির মধ্যে নিহিত রয়েছে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হওয়ার সব উপাদান। বঙ্গবন্ধুর লেখা তিনটি গ্রন্থ– 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' পাঠ করলে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায়ই তার মধ্যে মানবিক গুণ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং ক্যারিশম্যাটিক রাজনীতিবোধের প্রকাশ দেখা যায়। এ কারণেই গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময় ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টিতে আসেন। স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ, এমএসসি পরিচালিত 'মুসলিম সেবা সমিতি'র সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টি চাল সংগ্রহ করে গরীব শিক্ষার্থীদের বই, পরীক্ষার ফি, জায়গিরের খরচ জোগান দিতেন। ১৯৪৩ সালে যখন কলেজ ছাত্র তখন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ মারা যান। বঙ্গবন্ধু লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে খাইয়েছেন। বেকার হোস্টেলে দুপুর ও রাতে যে খাবার বাঁচে তা বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু ২৩ বছর ধরে দেশের প্রতিটি মানুষকে জেনেছেন, চিনেছেন। তাদের নাগরিক ও নৈতিক অধিকার এবং সংশয়মুক্ত জীবনধারণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে সাহসী ও উপযুক্ত হয়ে উঠতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি দেশের মানুষকে অত্যধিক ভালবাসতেন। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ব্রিটিশ টেলিভিশন

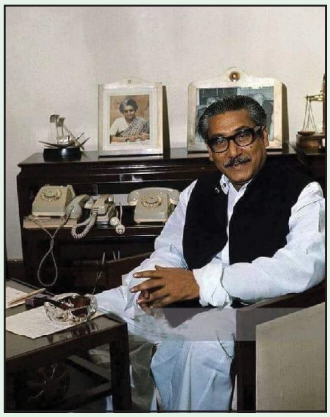

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে আমি আমার জনগণকে ভালবাসি। আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে আমি তাদের অত্যধিক ভালবাসি।' বঙ্গবন্ধুর জীবনে সততাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। সততার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ১৯৪২ সালে তাঁকে বলেছিলেন, "বাবা, রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এতো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'সিনসিয়ারিটি অব পারপোস এন্ড অনেস্টি অব পারপোস' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না।" (শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ২১)।

সারাজীবনে বঙ্গবন্ধু বাবার মতোই সততার অনুশীলন করেছেন। রাজনীতিতে কখনও মিথ্যা, ভণ্ডামির আশ্রয় নেননি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও তাতে বাঙালির কোন লাভ হবে না, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান নেতা বঙ্গবন্ধু এটা ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। সে সময় থেকেই তিনি বাঙালির স্বাধীনতার কথা ভাবেন। স্বাধীনতা পরবর্তীতে অন্নদা শংকর রায় বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন-'বাংলাদেশের আইডিয়াটা কবে আপনার মাথায় এলো?' উত্তরে জাতির পিতা বলেন,"সেই ১৯৪৭ সালে,

তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে।"
সে স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য ২৩ বছর আন্দোলন করেছেন। বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন,"পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু হল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন প্রকাশ্যে কেউ সাহস পায় নাই। যেদিন মারা গেলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পুরোপুরি প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-৭৮)।

বঙ্গবন্ধুর বিশেষ গুণ ছিল তিনি একজন ভালো বাগ্মী। বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুরভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের অবিস্মরণীয় উপাদানে পরিণত হয়। ১৯ মিনিটের এ ভাষণ যুগসৃষ্টিকারী ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, আদর্শ ও নীতির প্রতি জনগণের আস্থা ছিল শতভাগ। যে কারণে প্রতিটি মানুষ নিজেকে একজন বিপ্লবী হিসেবে তৈরি করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই জনগণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। তাঁর প্রজ্ঞাময় রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো এ দেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সর্বস্তরের মানুষ একত্র হয়ে অখণ্ড বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়। তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয় ব্যাপক উন্নয়ন। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য তিনি অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষাসহ কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি দিয়ে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন, যেটা আগে কখনোই দেখা যায়নি।

আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু ভিশনারি নেতা। শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামে নয়, মাত্র সাড়ে তিন বছরে রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি এমন কিছু পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, যা তার দূরদর্শী চিন্তা থেকে উৎসারিত। তার আজন্মলালিত স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা বিনির্মাণের। সেই লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বাস্তবায়নও করছিলেন। শুধু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন উদ্যোগের কথাই ধরা যাক। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা পূর্ব আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় পাকিস্তানি স্বৈরশাসক এবং তাদের আন্তর্জাতিক মিত্রদের ষড়যন্ত্র সফল না হওয়ার কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর কৌশলী, দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে জনতার সুদৃঢ় ঐক্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাদের শোচনীয় পরাজয় হয়। কিন্তু এ পরাজয়কে তারা মেনে নিতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের ষড়যন্ত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়। এর কারণ বিশ্ব রাজনীতির মেরুকরণ। দক্ষিণ এশিয়ায় বঙ্গবন্ধুর মতো এমন একজন জাতীয়তাবাদী নেতার উত্থান যাকে ১৯৭৩ সালে জুলিও কুরি শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয় তা একাত্তরের দেশি-বিদেশি পরাজিত শক্তি মেনে নিতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ১৯৭৫ সাল থেকে পরবর্তী শাসকরা দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশকে নব্য পাকিস্তানে পরিণত করার অপচেষ্টা করে। প্রতিক্রিয়াশীল ধারায় দেশ পরিচালনা করে। আমরা সৌভাগ্যবান যে, দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৯৬ সালে এবং ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন করে। ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯ সাল থেকে টানা তিন মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ পরিচালিত হওয়ায় মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, নীতি ও আদর্শ জানতে পারছে।

ইতিহাসে তিনিই অমর, যিনি তার স্বপ্নের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জাতিকে স্বপ্ন দেখান। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নও করেন। ইতিহাস তাকে সৃষ্টি করেনি। তিনিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের সেই মহামানব। তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও কর্মের মধ্যে যে দর্শন, নীতি ও আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তাকে অনুসরণ করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করলেই একজন ব্যক্তি সুনাগরিক ও আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সৎ, যোগ্য, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধুর সুচিন্তিত ও আদর্শিক ধারায় স্নাত হয়ে মমতাময়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মেধা, সততা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো সাহসী কণ্ঠে বলেন, 'পিতার মতো আমাকেও যদি জীবন উৎসর্গ করতে হয়, তা-ও করতে আমি প্রস্তুত।' বহুমাত্রিক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শেখ হাসিনা আমাদের আশার বাতিঘর। বর্তমানে তাঁর নেতৃত্বেই এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর উক্তি: নেতার মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু সংগঠন বেঁচে থাকলে আদর্শের মৃত্যু নেই।

হে ..... বঙ্গবন্ধু

রিয়াজ উদ্দিন, উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (সদর), বিএডিসি, ঢাকা

হে বঙ্গবন্ধু,
তোমাকে ভুলিনি কিন্তু।
তুমি না জন্মিলে এই বাংলায়
মুক্তি থেকে যেতো আজও অধরায়।
স্বাধীনতা অর্জিত হতো না কোন দিন
হে বঙ্গবন্ধু তুমি হীন।

হে জাতির পিতা
ভুলিনি মোরা তোমার কথা।
৩০ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা,
তুমিই তো এনেছিলে হে জাতির পিতা।

হে জাতির জনক,
তুমি ছিলে ন্যায়-নীতি আর আদর্শের বাহক।
তোমার সততা, মায়া আর মমতা
করেছে তোমায় মহান নেতা।
তোমার হৃদ্যতা, মানবতা আর মানবিকতা
বানিয়েছে তোমায় অবিসংবাদিত নেতা।
তাই তো আজও ভুলিনি মোরা তোমার কথা
হে জাতির পিতা।

হিমালয় পর্বতের চেয়েও বিশাল তুমি
হে সোনার বাংলার স্থপতি,
আজও তোমায় মোরা ভালোবাসি
দলমত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতি।
হে প্রিয় এই মাতৃভূমির স্বাধীনতার ঘোষক,
তুমি অমরকীর্তি গড়া
স্বাধীন বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসক।

হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
আমরা তোমাকে কেমনে ভুলি।
তুমিই তো দিলে মোদের মুক্তির আশা,
বাঙালির হৃদয়মন্দিরে বেঁধেছ বাসা।

সোনার বাংলার যে স্বপ্ন দেখেছিল
তোমার পূত-পবিত্র চোখ দুটি,
তোমার যোগ্য কন্যার হাত ধরে
এগিয়ে যাচ্ছে বাঙালি ১৬ কোটি।
আজ বাস্তব প্রায় তোমার দেখা স্বপ্নটি।

তোমার মনুষত্ব, বীরত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব
নিয়ে সৃষ্টি হল কত শত সাহিত্য।
তবুও শেষ হল না লেখা তোমার গুণগান,
তুমি যে পুণ্যবান চির মহান।

একদল পথভ্রষ্ট হায়েনার
বুলেটের আঘাতে,
বাঙালির স্বপ্ন শারধী
লুটিয়ে পড়িল মাটিতে।

আজ সেই ১৫ই আগস্ট
শোকাহত বেদনা-বিধুর এই দিনে
বঙ্গবন্ধু তোমায় পড়ে মনে।
তোমার তরে প্রণাম
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি,
তোমার মাগফেরাত কামনায়
দোয়া করি দুহাত তুলি,
মন-প্রাণ খুলি।

হে বিধাতা তোমার দরবারে
সঁপে দিলাম যাঁরে,
তিনি সোনার বাংলার
স্বাধীনতার ঘোষক,
তিনি অমরকীর্তি গড়া
স্বাধীন বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসক।
তাঁকে জান্নাত কর দান
দাও শহিদের সম্মান।

বঙ্গবন্ধু, ফিরে এসো হেসে তোমার বাংলাদেশে

মঈনুল ইসলাম, সম্পাদক, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি

বঙ্গবন্ধু, জনতার সর্বকালের বন্ধু হে বাঙালির অবিস্মরণীয় মুক্তিদূত
ফিরে এসো নিজ বাড়ি
তোমার প্রতীক্ষায় আজো বঙ্গোপসাগরের গর্জন তীরে আছড়ে পড়ে
তুমি না এলে সমুদ্র দেবে আড়ি।

বঙ্গবন্ধু, খেটে খাওয়া মানুষের মহাবীর হে বাংলাদেশের স্পতি
ফিরে এসো প্রিয় স্বদেশে
তোমার আগমনী বার্তা শোনার প্রবল অপেক্ষায় সুন্দরবনের পুষ্পবৃক্ষরাণীকুল
তুমি আসো মুজিব কিংবা খোকার বেশে।

বঙ্গবন্ধু, কৃষি ও কৃষকের ঋনাপুত্র হে বাংলার গরিবের রাখালরাজ
ফিরে এসে সবুজ মাঠ আর ক্ষেতে
তোমার ফিরে আসার বাঁণ বাজাতে অধীর হয়ে দুলছে ফসল, ফল ও কৃষকের মাথাল
আসো চাষার আশার গৃহে যেতে।

বঙ্গবন্ধু, শ্রমিকের আরাধ্য নেতা হে স্বাধীনতার বরপুত্র
ফিরে এসো লাল ও সবুজ বৃত্তে
তোমার জন্য গান বেঁধেছে সর্বহারা, বঞ্চিত, মজলুম ও বাংলাদেশ
ফিরে এসো বিশ্বকে জিততে।

বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির পিতা হে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষক
ফিরে এসো তোমার বাংলার হাল ধরতে
একবিংশ শতাব্দী তোমার স্বপ্নে বিভোর, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ভাবনায়
তুমি অবিচল, তোমারই বিজয়
ফিরে এসো পাঞ্জেরী হয়ে আশার বাতি হাতে।

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের অপর নাম হে স্বাধীনতার মহান স্থপতি
বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, শহর থেকে গ্রাম তোমাকে ভালোবাসে
ডাকে তোমায় যেন ধানমন্ডির কারবালার গানে।

তাই, হে পিতা আর ঘুমিয়ে থেকো না
টুঙ্গিপাড়ার মাটি থেকে আরেকবার এক তর্জনীতে ডাক দাও
কোটি প্রাণ সহস্র দূরত্ব ভেদ করে দৌড়ে আসবে তোমার তরে
তোমার অবেলায় না বলে চলে যাওয়া যে অপরাধবোধের
নীলবাতাসে ঘিরে রেখেছে
হে মাটি ও মানুষের নেতা
হে বাঙালি জাতির পিতা
তুমি ফিরে এসো আরেকটিবার, আর মাত্র একটিবার, হ্যাঁ
একটিবার, তোমার সেই বাংলাদেশে
আমাদের হাহাকার দেখে যাও তোমার লাগি, প্রায়শ্চিত্তে তোমার
জন্য আমরা এবার সহস্র প্রাণ দিতে পারি হেসে
বঙ্গবন্ধু, ফিরে এসো পিতা, স্বর্গীয় দূতের স্বপনবাহনে ভেসে,
তোমার ভীষণ প্রিয় বাংলাদেশে।

আশ্বিন-কার্তিক মাসের কৃষি

আশ্বিন মাস

আমন ধান: আমন ধানের এ সময় বাড়ন্ত অবস্থা। রোপণের সময়ভেদে এ সময় ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। লাগানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের প্রথম কিস্তি ও ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপজেলাভিত্তিক সার সুপারিশমালা অনুসরণ করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় মাটি পরীক্ষা করে নিলে। সার প্রয়োগের সময় জমিতে প্রচুর রস থাকতে হবে। জমিতে ২-৩ সে.মি. পানি থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার প্রয়োগ করে আগাছা পরিষ্কার তথা সার মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার সার উপরিপ্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশানোর প্রয়োজন নেই। ধানের জমিতে আগাছা ধানগাছের সাথে খাদ্য উপাদান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। এ জন্য ধানের জমিতে বিশেষত রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। বন্যাপ্রবণ এলাকা যেখানে পানি সরতে দেরি হয় সেসব জমিতে বিভিন্ন জাতের উকশী আমনজাত যেমন: বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ আশ্বিন মাসের প্রথম সাতদিন পর্যন্ত লাগানো যাবে। নাবী জাতের ধান রোপণকালে ৫/৬টি করে চারা একটু ঘন করে লাগাতে হবে। পাট বপনের সময় হতে এ সময় পর্যন্ত বীজ উৎপাদনের জন্য রাখা পাটগাছগুলোর বিশেষ যত্ন নিতে হবে। মরাপচা ও রোগাক্রান্ত গাছগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালীন সবজি: এ মাসের শুরুতে আগাম শীতকালীন সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, মুলা, লেটুস, মরিচ, লালশাক, পালংশাক, শালগম, গাজর ইত্যাদির বীজ বপন করতে হবে। এ সময় বৃষ্টি হয় বিধায় চারা উৎপাদন ও রোপণের সময় একটু বেশি যত্নশীল হতে হয়। চারা তৈরির জন্য সমতল হতে ৬ ইঞ্চি উঁচু করে পরিমাণ মত গোবর সার ও আবর্জনা পঁচা মিশিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে প্রতি বর্গ মিটার বীজতলায় ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ ছিটিয়ে গুড়া মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলোকে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলা ও কচি চারাকে বৃষ্টির তোড় হতে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য লম্বা কঞ্চির দুইপাশ মাটিতে গেঁথে মাচা তৈরি করে তার উপর পলিথিন বা চাটাই দিয়ে বীজ ও চারাকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করা যেতে পারে। বীজ বপনের পর এবং চারা কচি থাকা অবস্থায় মাটিতে যাতে রসের অভাব না হয় সেজন্য ঝাঁঝরি দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য: ঘরে সংরক্ষিত বোরোবীজ, গমবীজ, গোলাজাত শস্য, ডাল ও তৈলবীজ ইত্যাদি শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কার্তিক মাস: আগাম লাগানো আমন ফসলে এ সময় ফুল আসে এবং পরে লাগানো আমন ধানের বাড়ন্ত অবস্থা থাকে। এ সময় আমন ফসলে পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এদের মধ্যে মাজরা পোকা, শীষকাটা লেদা পোকা, গান্ধী পোকা ইত্যাদি প্রধান। পোকা আক্রমণ করলে ক্ষেতের মধ্যে বাঁশের কঞ্চি বা গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পাখির বসার ব্যবস্থা করলে পাখি পোকা খেয়ে ফেলে। পোকা দমনে আলোর ফাঁদ কিংবা হাত দিয়ে ধরে পোকার ডিম ও মথ ধ্বংস করা যেতে পারে। সকল প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে পোকার আক্রমণ যদি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবেই কেবল কীটনাশক নির্দিষ্ট মাত্রায় নিকটস্থ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে নিয়ম মাফিক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল ফসল: এ সময় ডাল ও তৈল ফসল বোনার ভরা মৌসুম। সরিষার উন্নত জাত বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫ ও বিএডিসি সরিষা-১ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। স্থানীয় মসুর থেকে বারি মসুর ৫, ৬ এবং বিনা মসুর-৪ চাষ করা লাভজনক। যে সকল জমিতে খেসারী চাষ করা যায় সেসব জমিতে একই যত্নে বিএডিসি মটর-১ চাষ করা যায়। ডাল ও তৈল ফসলের জমি উত্তমরূপে চাষ করে শেষ চাষের সময় ২০ঃ৩০ঃ২০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করে উন্নত জাতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন করতে হবে।

শীতকালীন সবজি: আশ্বিন মাসে বোনা বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সবজির চারা বীজতলা হতে সাবধানে তুলে এনে মূল জমিতে লাগাতে হবে। চারা উঠানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার শেকড় ভেঙ্গে না যায়। বিকেল বেলা চারা লাগিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। পরের দুই দিন চারাকে সরাসরি সূর্যালোক মুক্ত রাখতে হবে। মুলা, শালগম, গাজর, লালশাক, ডাটা, পালংশাক, মটরশুটি ইত্যাদির বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

আলু: এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হতে আলু লাগানো শুরু করতে হবে। উন্নত জাতের মধ্যে ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, ফেলসিনা এবং স্থানীয় জাতের আলু চাষ করা যেতে পারে। প্রতি একরে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন। প্রতি একরে ১২০ঃ১২০ঃ১৪০ হারে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ২৪০ কেজি গৈল প্রয়োগ করতে হবে। শেষ চাষে ইউরিয়া অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার প্রয়োগ করতে হবে। উত্তমরূপে তৈরি জমিতে সারি করে অঙ্কুরিত আলু লাগাতে হবে। এ সময় বৃষ্টিপাত থাকবে না বলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএডিসি'র কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি ও আমদানিসহায়ক হিমাগার দপ্তরে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএডিসি'র কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি ও আমদানিসহায়ক হিমাগার পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

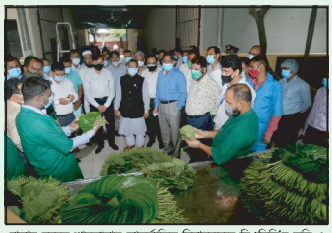

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএডিসি'র কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি ও আমদানিসহায়ক হিমাগারে রপ্তানিযোগ্য পান দেখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএডিসি'র কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি ও আমদানিসহায়ক হিমাগারে বিএডিসি উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের আম দেখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০১৯-২০২০ যথাযথভাবে সম্পাদন করায় মহাব্যবস্থাপক (বীজ) দপ্তরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) জনাব মোঃ ফখরুল হাসান প্রধানকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) ড. অমিতাভ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র সেচভবনের মসজিদে সিবিএ আয়োজিত দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণকারী সিবিএ নেতৃবৃন্দ

মুজিববর্ষে বিএডিসি
কৃষির সেবায় দিবানিশি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষিই সমৃদ্ধি

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।